নোট-গাইড নিষিদ্ধ করে শিক্ষা আইনের খসড়া

পাঠ্যপুস্তকের আদলে নোট-গাইড নিষিদ্ধ করে ‘শিক্ষা আইন ২০২০’-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এটি চূড়ান্ত করা হয়। বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে শুরু হয়ে বৈঠক চলে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মুহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব, অতিরিক্ত সচিব প্রমুখ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, দীর্ঘ বৈঠকের পর অবশেষে শিক্ষা আইন-২০২০-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। ছোটখাটো বানান সংশোধন ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। শিগগিরই এটি মন্ত্রিপরিষদ সভায় পাঠানো হবে। এরপর ভাষাগত সংশোধনের জন্য আইন মন্ত্রণালয় হয়ে জাতীয় সংসদে উত্থাপন হবে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে এটি কার্যকর করা হবে।

জানা গেছে, শিক্ষা আইনে শিক্ষার্থীদের জন্য সব ধরনের নোট, গাইড নিষিদ্ধের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তবে সরকারের অনুমতি নিয়ে সহায়ক বই প্রকাশ করা যাবে। শিক্ষকরা নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট, কোচিং করাতে পারবেন না। তবে ফ্রিল্যান্সিং কোচিং চালাতে বাধা থাকবে না। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলাকালে কোচিংয়ে যেতে পারবেন না।

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়ার ১৬ ধারার ১ ও ২ উপ-ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ধরনের নোট বই বা গাইড বই মুদ্রণ, বাঁধাই, প্রকাশ বা বাজারজাত করা যাবে না। এই বিধান লঙ্ঘন করলে অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ লাখ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

উপধারা ৩-এ বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নোট বই বা গাইড বই কিনতে বা পাঠে বাধ্য করলে বা উৎসাহ দিলে তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, ব্যবস্থাপনা কমিটি বা পরিচালনা কমিটির সংশ্লিষ্ট

সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক এখতিয়ারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

উপধারা ৪-এ বলা হয়েছে, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সহায়ক পুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই, প্রকাশ বা বাজারজাত করা যাবে। প্রস্তাবিত আইনের ৩০ ধারার ১ উপ-ধারায় বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষক নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট টিউশনের মাধ্যমে পাঠদান করতে পারবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে অভিভাবকদের লিখিত সম্মতিতে স্কুল সময়ের আগে বা পরে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা যাবে।

২০১১ সাল থেকে শিক্ষা আইন নিয়ে কাজ শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর আগে একাধিকবার মতামত নেয়ার পর খসড়া তৈরি হয় এবং একবার মন্ত্রিসভায়ও উপস্থাপন করা হয় কিন্তু নানা অসঙ্গতির কারণে তা ফিরিয়ে দেয়া হয়।

এ বিষয়ে জনতে চাইলে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহ-সভাপতি শ্যামল পাল মঙ্গলবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) জাগো নিউজকে বলেন, নোট-গাইড নিষিদ্ধ করে সরকার একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষা আইনে সহায়ক বই তৈরির কথা বলা হলেও সেখানে অনুমোদনের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। এটি প্রকাশকদের জন্য জটিল হয়ে পড়বে।

তিনি বলেন, এত পরিমাণে বই অনুমোদন নিয়ে ছাপানো একটি জটিল বিষয়। তাই সরকারের পক্ষ থেকে একটি দিক-নির্দেশনা দেবে। যাদের সক্ষমতা থাকবে, তারা সহায়ক বই তৈরি করবে। আমরা আশা করি, শিক্ষামন্ত্রী আমাদের বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

আমার ভাইয়েরা আগেই অব্যাহতি পেয়েছিল: সেনাপ্রধান

সাক্ষাতের সময় নিজের ভাইদের সাজা ছিল না, তারা আগেই অব্যাহতি পেয়েছিল বলে দাবি করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ। গতকাল

মঙ্গলবার সকালে আর্মি এভিয়েশনের বেসিক কোর্সের অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে এ কথা বলেন তিনি।

সেনাপ্রধান বলেন, ‘আমার ভাইয়ের সঙ্গে মালয়েশিয়ায় যখন দেখা করেছি-তখন তার নামে কোনো মামলা ছিল না। যে একটা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা ছিল সেটা থেকে অলরেডি অব্যাহতি প্রাপ্ত ছিল। সে অব্যাহতি মার্চ মাসে হয়েছিল। আমি এপ্রিল মাসে গিয়েছিলাম।’

‘এখানে আল-জাজিরা যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশে দিয়েছে। কারণ সেদিন আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে না কোনো সাজা ছিল, না তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল। তার আগেই তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা ছিল সেটা থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল।’

প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকদের আজিজ আহমেদ বলেন, ‘আমি আপনাকে প্রশ্ন করি, আপনার বিরুদ্ধে মামলা আছে, সাজা আছে। কিন্তু আপনি যদি গতকাল সে সাজা যদি অব্যাহতি পেয়ে থাকেন, আপনার বিরুদ্ধে যদি আর কোনো মামলা রানিং না থাকে আপনাকে কি ফিউজিটিভ (পলাতক) বলা যাবে আজকে। আপনাকে কি বলা যাবে আপনি সাজাপ্রাপ্ত। কারণ যখন আপনি অব্যাহতি পেয়ে যান কোন একটা চার্জ থেকে, তারপরের দিন থেকে আপনি যে কোনো মুক্ত একটা নাগরিকের মতো।’

‘আমার ভাইদের সম্পর্কে যে অপপ্রচারগুলো এসেছে সেটার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া আছে। এবং খুব শিগগিরই আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সংবাদ সম্মেলন করে সব কিছু জানানো হবে।’

সেনাপ্রধান বলেন, ‘এতোটুকুই আমি আপনাদের বলতে পারি- আমি সেনাপ্রধান হিসেবে সেনা বাহিনীর ভাবমূর্তি, আমার অবস্থান, আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। কি করলে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে, কী করলে সেনাবাহিনীর, আমার যে দায়িত্ববোধ, আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।’

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সেনাপ্রধান বলেন, ‘বিভিন্ন সময় আমার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সময় আমার যে চিত্র ধারণ করা হয়েছে আমি সেনা প্রধান হিসেবে মনে করি আমি যখন অফিসিয়াল ক্যাপাসিটিতে কোথাও থাকবো তখন আমার নিরাপত্তা সেটা অফিসিয়ালি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

আমি যেখানেই হোস্ট কান্ট্রি করে থাকে। সেখানে আমরা অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

কিন্তু যখন আমি কোথাও আমার ব্যক্তিগত সফরে থাকি তখন অফিসিয়াল প্রটোকল ব্যবহার করা আমি সমিচিন মনে করি না। আমি মনে করি সেটা অপচয়।’ সূত্র: বাংলানিউজ

ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

সকল প্রকার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, ‘আপনারা লক্ষ্য করবেন, বাংলাদেশের মানুষের যখন একটু ভালো সময় আসে, মানুষ একটু ভালো থাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, জীবন-মান একটু উন্নত হয় তখনই কিন্তু একটা আঘাত আসার আশঙ্কা থাকে। সেই কারণেই সকলকে একটু সতর্ক থাকা দরকার।’

গতকাল সকালে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই,২০২০-জুন, ২০২৫) দলিলের মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভার প্রারম্ভিক ভাষণে এ কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ভিডিও কনফারেন্সের সাহায্যে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

এসময় শেখ হাসিনা যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশ পুণর্গঠন করে জাতির পিতা যখন দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই দেশে ১৫ আগস্টের বিয়োগান্তক অধ্যায় সংঘটিত হয় বলেও উল্লেখ করে আরও বলেন, ‘যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে জাতির পিতা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন দেশটা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে সেই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং তার সুফলও মানুষ পেতে শুরু করেছে, মানুষ একটু খুশি এবং স্বস্তিতে, ঠিক সেই সময়ে কিন্তু ১৫ আগষ্টের ঘটনাটা ঘটলো।’ বিডি-প্রতিদিন

সিডনিতে মাছ ধরতে গিয়ে ২ বাংলাদেশির মৃত্যু

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে দুই বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় সময় শুক্রবার সিডনির পোর্ট ক্যাম্বেলার হিল সিক্সটি লুক আউটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- মুন্সীগঞ্জের মাহাদী খান (৩৩) ও ফেনীর মোজাফ্ফর আহমেদ (৪২)।

জানা গেছে, লাইফগার্ড ও হাইওয়ে পেট্রল পুলিশ দুজনকে ডুবে যেতে দেখলে উদ্ধারকাজে অংশ নেয়। উদ্ধারকারীরা হেলিকপ্টার ও অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে উদ্ধারকাজ চালান।

কিন্তু ঘটনাস্থলেই মাহাদী খান এবং উলংগং হাসপাতালে নেওয়ার পর মোজাফ্ফর আহমেদ মারা যান।

মাহাদী খান লাকেম্বায় তার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতেন। বছর খানেক আগে তিনি বিয়ে করেন। তার স্ত্রী এখনও বাংলাদেশেই আছেন। সিডনিতে মাহাদী তার পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করতেন।

অন্যদিকে সিডনির ওয়ালি পার্কে বসবাসকারী মোজাফ্ফর আহমেদ লাকেম্বায় বাংলাদেশি মুদির দোকানে কাজ করতেন।

লাশ দুটির ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

[redacted]

‘[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]! [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]….[redacted]’

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

আমরা প্রায়ই অনেককে ‘কফি’কে ‘কপি’ বা ‘ভাত’কে ‘বাত’- এ ধরনের ভুল উচ্চারণ করতে শুনি। এটি মূলত বাংলাভাষা শুদ্ধ চর্চা না করার কারণেই হয়। শুদ্ধ উচ্চারণ না করলে, লিখতে সেই বানানটি ভুল হয়। সঠিক বানান না জানার কারণে শিশুদের যে বানান ভুল হয়, সেটি কাটিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু শুদ্ধ বাংলাচর্চার অভাবে উচ্চারণগত যে ভুল হয় এবং তা থেকে যে বানান ভুল হয়, তা বড় হলেও কাটিয়ে ওঠা কঠিন। ছোটবেলা থেকেই যদি মুখগহ্বরের যে প্রত্যঙ্গগুলো দিয়ে উচ্চারণ করা হয়, সেগুলোর সঙ্গে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে শিশুর শুদ্ধ উচ্চারণ এবং বানান শেখার কাজটি সহজ হবে।

সংস্কৃতিচর্চার জন্যও শিশুর শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ বা বাচনভঙ্গি সঠিক হওয়া একান্ত দরকার। শিশুকে শুদ্ধ বাংলাচর্চা শেখাতে মায়ের পাশাপাশি পরিবারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। পরিবারের সদস্যরা শিশুর সঙ্গে প্রমিত বাংলাভাষায় কথা বললে, তা শিশুকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করবে। গৃহপরিবেশ ছাড়াও শিশুকে সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রে শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ, শুদ্ধ বাংলা গান বা কবিতা আবৃত্তি শেখাতে পারেন। বাজারে বর্ণমালা শেখার জন্য ও লিখার জন্য বিভিন্ন ধরনের বই ও সিডি পাওয়া যায়। শিশুকে তা কিনে দিতে পারেন; দেখতে দিতে পারেন সিসিমপুর-এর মতো শিশু শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। এতে বিকশিত হবে শিশুর ভাষার জ্ঞান। শিশুদের বয়স উপযোগী শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণের গল্পের বইও কিনে দিতে পারেন। খুব বড় নয়, ৩-৫টি শব্দ দিয়ে তৈরি বাক্যের গল্পের বই তাদের জন্য নির্বাচন করুন। এতে শিশুরা বই পড়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং শুদ্ধ বাংলা শব্দ শিখবে। শুধু বই কিনে দিলে হবে না। মা-বাবাদেরও বাড়িতে বই পড়ার চর্চা করতে হবে। পরিবারের সদস্যদের বই পড়তে দেখলে, শিশুরা বই পড়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে। বাচ্চাকে হিন্দি বা ইংরেজি কার্টুন না দেখিয়ে বাংলায় ডাবিং করা কার্টুন দেখতে দিন। বাংলাদেশে সিসিমপুরের মতো আরও অনেক ভালোমানের শিশু শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান হয়, সেগুলো দেখতে শিশুকে উৎসাহ দিন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে, চলনে-বলনে বাংলা মিশে থাকলেও কিছু কিছু জায়গায় মাতৃভাষা বাংলা উপেক্ষিত হচ্ছে। আজও নাটক-সিনেমার নাম, বিজ্ঞাপন, ব্যানার ও সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামসহ নানা জায়গায় নানাভাবে ব্যবহার হচ্ছে ইংরেজি।

‘হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছ তোমরা? হোপ দিস উইকে তোমরা ম্যানি ম্যানি ফান করছ, উইথ লটস অফ মিউজিক’- এটি একটি বেসরকারি এফএম রেডিওর একজন আরজের অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ব্যবহৃত কথা। এফএম রেডিও

এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এ জনপ্রিয় এফএম রেডিওর আরজেদের আমরা অধিকাংশ সময়ই ইংরেজির মতো করে বাংলা উচ্চারণ, ভুল উচ্চারণ, বাংলা-ইংরেজির মিশেলে বিকৃতভাবে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতে দেখি। যা বাংলার মাধুর্যতাকে নষ্ট করছে।

শুধু এফএম রেডিওগুলোতেই নয়- বিভিন্ন অনুষ্ঠান, নাটক ও সিনেমা অর্থাৎ গণমাধ্যমগুলোয়ও ভাষা বিকৃতির মহোৎসব চলছে। বিশেষ করে নাটকগুলোয় এখন আমরা ‘খাইছ’, ‘তাইলে’ বা ‘জিগা’ ইত্যাদি ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে দেখি। যা দেখে সাধারণ মানুষ এ ধরনের ভুল বাংলা উচ্চারণে উৎসাহী হচ্ছে। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে- ‘খাইলেই দিল খোশ’, ‘এক্সট্রা খাতির’ বা ‘আবার জিগায়’ ব্যবহৃত সংলাপ এখন তরুণ-তরুণীদের মুখে মুখে। এ অপসংস্কৃতি থেকে যতদ্রুত সম্ভব আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি শুধু শিশু বা তরুণ প্রজন্মই নয়, বড়দেরও শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ ও ব্যবহারে মনোযোগী হতে হবে। সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে ইংরেজির ব্যবহার কমিয়ে বাংলা ব্যবহার বাড়াতে হবে।

রাবির ভর্তি পরীক্ষার প্রাথমিক আবেদন শুরু ৭ মার্চ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষার প্রাথমিক আবেদন ৭ মার্চ শুরু হবে। আবেদন প্রক্রিয়া চলবে ১৮ মার্চ পর্যন্ত। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রাথমিকভাবে ৫৫ টাকা ফি দিয়ে আবেদন করতে হবে। চূড়ান্ত আবেদন ২৩ মার্চ শুরু হয়ে ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম আব্দুস সোবহানের সভাপতিত্বে মঙ্গলবার সকালে ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক আজিজুর রহমান জানান, এবার শুধুমাত্র ২০২০ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। মানবিক (এ),

বাণিজ্য (বি) ও বিজ্ঞান (সি) তিনটি ইউনিটে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি ইউনিটে ৪৫ হাজার করে মোট ১ লাখ ৩৫ হাজার ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। তিন ইউনিটে মোট নয়টি শিফটে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি শিফটে ১৫ হাজার শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে। এ শিক্ষাবর্ষে ‘এমসিকিউ’ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ৮০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। প্রতি প্রশ্নের মান হবে ১.২৫ নম্বর এবং পাঁচটি ভুল উত্তরের জন্য এক নম্বর করে কাটা হবে।

আজিজুর রহমান জানান, করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সশরীরে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক আবেদনে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত আবেদন করতে পারবে। চূড়ান্ত আবেদনের জন্য ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ১০০ টাকা (চার্জসহ)।

তিনি আরও জানান, ‘এ’ ইউনিটের অধীনে কলা অনুষদ, আইন অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, চারুকলা এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরীক্ষা হবে। ‘বি’ ইউনিটের অধীনে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ও ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ এবং ‘সি’ ইউনিটে বিজ্ঞান, জীব ও ভূবিজ্ঞান, কৃষি, প্রকৌশল, ফিশারিজ ও ভেটেরিনারি অনুষদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ‘এ’ ইউনিটে আবেদনের জন্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.০ করে মোট জিপিএ ৭.০ থাকতে হবে। ‘বি’ ইউনিটে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ করে মোট জিপিএ ৭.৫০ থাকতে হবে এবং ‘সি’ ইউনিটে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ করে মোট জিপিএ ৮.০ থাকতে হবে। এ ছাড়া ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত তারিখ নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এ বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা উপ-কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানান জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক।

ঢাকায় আসছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আগামী ৪ মার্চ ঢাকায় আসছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর।

তার দুই দিনের এই সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিষয়াবলি চূড়ান্ত করা হবে।

এ বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে জয়শংকরের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের তারিখ ঠিক করার জন্য দুপক্ষ আলোচনাও চলছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে এ তথ্য জানান।

জানা গেছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২৬ মার্চ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন নরেন্দ্র মোদি। পরের দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। নরেন্দ্র মোদির সফরের সময়ে আলোচ্যসূচি ও যেসব সম্ভাব্য চুক্তি হতে পারে তা নিয়ে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনা করবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এটি জয়শংকরের দ্বিতীয় ঢাকা সফর।

এর আগে ২০১৯ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পরে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। গত মাসে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের দিল্লি সফরের সময়ে জয়শংকরের ঢাকা সফরের বিষয়টি আলোচিত হয়। ওই সময়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, ভারতে সংসদের বাজেট অধিবেশন চলছে এবং সেটির বিরতির সময়ে তিনি ঢাকা সফর করবেন।

ডেকে নিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টা, আ.লীগ নেতাকে গণধোলাই

ভালো উকিল দিয়ে জমির মামলায় জিতিয়ে দেওয়ার আশ্বাসে ডেকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় এক নারীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে আওয়ামী লীগ নেতা মোমিনুল হক মোমিন মাস্টারের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ওই আওয়ামী লীগ নেতাকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা।

শনিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার ভগিরথপুর গ্রামের একটি ফাঁকা

বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কনডম উদ্ধার করেছে।

অভিযুক্ত মোমিনুল হক মোমিন ওরফে মোমিন মাস্টার দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি উপজেলার মসজিদল পাকার ছেলে।

পুলিশ ও এলাকা সূত্রে জানা গেছে, মোমিনুল হক বর্তমানে গ্রাম থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে দামুড়হুদা উপজেলা শহরে বসবাস করেন। শনিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার ভগিরথপুরের আলিহিমের ফাঁকা বাড়িতে এক নারীর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে এলাকার লোকজন ছুটে যান। এসময় মোমিন মাস্টারকে গণধোলাই দিয়ে রক্তাক্ত জখম করেন।

এতে তিনি গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। তাকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে থানায় নেওয়া হয়। এ সময় থানায় নেওয়া হয় একই উপজেলার বেড়বাড়ি গ্রামের ওই নারী ও তার স্বামীকে।

ভগিরথপুর গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী ইলিয়াছ হোসেন জানান, রাতে মরাগাং বাঁওড় পাহারা দিতে আমি ও অরও হালদার নৌকা নিয়ে যাই। পরে ওই মেয়ের চিৎকার শুনে সেখানে যাই। সেখানে মোমিন মাস্টারকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখি। তার হাতে একটি জন্মবিরতিকরণ কনডম ছিল।

ওই মেয়ের চিৎকারে তার স্বামীসহ স্থানীয়রা এসে মোমিন মাস্টারকে মারধর করে।

তিনি বলেন, মোমিন মাস্টার ভালো হলে সন্ধ্যায় ফাঁকা বাড়িতে এক নারীকে নিয়ে তিনি কী করছিলেন? তিনি তো দামুড়হুদায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন।

বেড়বাড়ি গ্রামের ওই নারী অভিযোগ করে বলেন, আমার চাচাদের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। মোমিন মাস্টার ভালো উকিল দিয়ে মামলায় আমাদের জিতিয়ে দেবে বলে আশ্বাস দেয়।
উকিল এসেছে বলে সন্ধ্যায় আমি ও আমার স্বামীকে ভগিরথপুর গ্রামের আলিহিমের বাড়ি ডাকে মোমিন মাস্টার। মোমিন মাস্টার আমার স্বামীকে চা খেতে বাইরে যেতে বলে।

পরে ঘরের দরজা আটকে মোমিন মাস্টার আমাকে জোরপূর্বক ধর্ষণচেষ্টা

করে। আমি চিৎকার দিলে আমার স্বামী ও স্থানীয়রা এসে আমাকে উদ্ধার করে। আমি তার বিরুদ্ধে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মোমিন মাস্টার জানান, আমাকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসাতে ওই নাটক সাজানো হয়েছে। আমি রাজনীতি করি। আমার প্রতিপক্ষ এ কাজ করেছে। ওই মেয়ের চাচা আমাকে তার কাজ করে দিতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু আমি অসহায় ভেবে কাজ করে দিতে চেয়েছিলাম। আমাকে হত্যাচেষ্টার মর্মে আমিও থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আবদুল খালেক জানান, উভয়পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

সেবামূলক কাজে বেসরকারি খাত আরও উৎসাহিত হবে, আশা প্রধানমন্ত্রীর

সেবামূলক কাজে দেশের বেসরকারি খাত আরও উৎসাহিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নারায়ণগঞ্জে কুমুদিনী ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড ক্যান্সার রিসার্চের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

রোববার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে যে কুমুদিনী ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড ক্যান্সার রিসার্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে যাচ্ছি, তা করার ফলে মনে করি আমাদের দেশ স্বাস্থ্যখাতে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে এবং বেসরকারি খাত আরও উৎসাহিত হয়ে আসবে, যেন এই ধরনের সেবামূলক কাজ করতে পারে।

তিনি বলেন, আজকে আমি খুব আনন্দিত যে একটা মেডিকেল কলেজ এবং

রিসার্চ সেন্টার হচ্ছে, হাসপাতাল হচ্ছে এবং সেটা নারায়ণগঞ্জে। কারণ নারায়ণগঞ্জে হওয়াটা খুবই দরকার, ঢাকার পাশেই নারায়ণগঞ্জ। আসলে নারায়ণগঞ্জে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল না, তেমন কোনো একটা মেডিকেল কলেজ ছিল না। কোনো কিছুই ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা প্রতিটি জেলায় সরকারি অথবা বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় করে দিচ্ছি, মেডিকেল কলেজ করে দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছি, হাসপাতাল করে দিচ্ছি এবং হাসপাতালগুলো যাতে উন্নতমানের হয় সেটারও ব্যবস্থা করে দিয়েছি, ডাক্তার-নার্স নিয়োগ দিয়েছি।

করোনাভাইরাস মহামারি প্রতিরোধে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথা অনুষ্ঠানে তুলে ধরে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

এ সময় নারায়ণগঞ্জের কুমুদিনী কমপ্লেক্স প্রান্তে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান, নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা, পরিচালক শ্রীমতি সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব বেতার দিবসে বাংলাদেশ বেতারের শুভেচ্ছা

বিশ্ব বেতার দিবস আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি। বেতারের গুরুত্বকে তুলে ধরে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালিত হচ্ছে। দিবসটির উদ্দেশ্য হল বেতারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো, বেতারের মাধ্যমে তথ্য প্রবাহ সহজতর করা এবং এই বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে- ‘নতুন বিশ্ব, নতুন বেতার’।

বিশ্ব বেতার দিবস ২০২১ উপলক্ষে আজ জাতীয় বেতার ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় করোনা মহামারির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন

অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে বাংলাদেশ বেতার।

দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি তার দেয়া বাণীতে বলেন, জনগণের কাছে তথ্য ও বিনোদন পৌঁছে দিতে বেতার বিশ্বব্যাপী একটি জনপ্রিয় গণমাধ্যম।

তিনি বলেন, দেশের সবচেয়ে পুরোনো ও বৃহত্তম গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠন ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতার যাত্রা শুরু করে। এরপর থেকে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি উন্নয়ন, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাসসহ সার্বিক উন্নয়নে বেতারের ভূমিকা অনবদ্য।

বাংলাদেশ বেতার সরকারের চলমান ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করণসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ও দেশের মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।